দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

07

গণশিক্ষা কর্মসূচী ভেস্তে যাচ্ছে

॥ কাশেম হুমায়ুন ॥

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা কর্মসূচী ভেস্তে যেতে বসেছে। এই কর্মসূচীর আওতায় চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত ১৩ লাখ লোককে সাক্ষর করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর মধ্যে জুন '৮৯ পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে মাত্র ১ লাখ নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করা সম্ভব হয়েছে।

ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি'র সাহায্যে ১৯৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। চলতি বছরের জুন মাসে এই কাজ শেষ হওয়ার কথা।

গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ১৯৮৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ৮ লাখ লোককে সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ সময় মাত্র ১ লাখ নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি শতকরা মাত্র ১২ ভাগ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এই অগ্রগতি এতই নগণ্য যে, ১৯৯০ সালের জুন মাসে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গণশিক্ষা কর্মসূচী

(১ম পাতার পর)

বাস্তবায়নশেষে কর্মসূচীর অগ্রগতি শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ অর্জনের আশাও ক্ষীণ বলে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ মন্তব্য করেছে।

কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের জন্য ২৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও গত বছরের জুন মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৫৮ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

কর্মসূচীর আওতায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার কথা। গত ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে সরকারী পর্যায়ে ১৪টি উপজেলা এই কর্মসূচীভুক্ত করা হয়। এসব উপজেলার প্রতিটিতে ৬০টি করে কেন্দ্র নির্বাচন করে প্রতিটি কেন্দ্রে ৪০জন করে শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য পাঠদানের কর্মসূচীর অধীনে মোট ৩৩ হাজার ৬শ' জনকে সাক্ষর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু ওই সময় মাত্র ২৭ হাজার ৭শ' জনকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়।

বেসরকারী পর্যায়ে নির্বাচিত ১৫টি সংস্থা এই গণশিক্ষা কর্মসূচীর সাথে জড়িত। এসব সংস্থার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মাত্র ২২ হাজার ৬শ' জনকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ নামের একটি বেসরকারী সংগঠন স্থানীয় ক্ষুদ্র সংস্থার মাধ্যমে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছে। এই সংস্থা এ পর্যন্ত ৫০ হাজার লোককে সাক্ষর করে তুলেছে।

সরকারী পর্যায়ে উপজেলার মাধ্যমে বাস্তবায়িত গণশিক্ষার মেয়াদকাল একবছর। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মসূচীর মেয়াদকাল ৬ মাস হতে ২ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'ব্র্যাক' কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচীর মেয়াদ ২ বছর। অন্যদিকে 'সিডো' কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচীর মেয়াদ ৬ মাস এবং বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘের নিরীক্ষামূলক কর্মসূচীর মেয়াদ ১৫ মাস। এই কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ডের মেয়াদকাল ভিন্ন ভিন্ন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

কয়েকটি উপজেলা পরিদর্শনের পর এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, সময়মত অর্থ, পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, ব্লাকবোর্ড, ডাস্টার ও হারিকেন সরবরাহ না করার ফলে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটছে।